প্যারীচাঁদ মিত্র : দ্বিশতবার্ষিক স্মরণ

রণতোষ চক্রবর্তী

উনিশ শতকের রত্নগর্ভা বাংলা। সে এক নবজাগরণের যুগ। ধর্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, রাষ্ট্রচিন্তা, দর্শন ইত্যাদি নানাদিকে উন্মেষ ঘটেছে এই শতকে। এই নবযুগের প্রত্যুষে আবির্ভূত হয়েছিলেন এক অবিস্মরণীয় প্রতিভা—মনীষী প্যারীচাঁদ মিত্র। তাঁর কর্মময় জীবনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল বিভিন্নমুখী প্রতিষ্ঠান।

বিবাহ করেছিলেন। তাঁদের তিন পুত্র। জ্যেষ্ঠ রামনারায়ণ আধুনিক ভাবধারায় বড় হয়েছিলেন। কোম্পানির কাগজ, হুন্ডি ইত্যাদি নানা ব্যবসায় প্রচুর ধনসম্পত্তির অধিকারী হন তিনি। খড়দহের প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাসের কন্যা বামাকালীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। তাঁদের পাঁচ পুত্রের মধ্যে চতুর্থ ছিলেন প্যারীচাঁদ।

প্যারীচাঁদের জন্ম ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দের ২২

বাংলা ভাষার প্রথম উপন্যাসিকের সম্মান তাঁর মুঠোয়। তবু সাহিত্যিক পরিচয়ে নিজেকে আবদ্ধ রাখেননি তিনি। ডিরোজিও-র হাতে গড়া এই মানুষটির উনসত্তর বছরের জীবন ছিল শুধু সাধারণ মানুষের উন্নতির জন্য উৎসর্গীকৃত।

প্যারীচাঁদ ছিলেন কলকাতাবাসী। তবে তাঁর পূর্বপুরুষেরা ছিলেন হুগলি জেলার হরিপাল থানার পানিশেওলা গ্রামের বাসিন্দা। গঙ্গাধর মিত্র ১৭৯৪ সালে কলকাতার নিমতলাঘাট স্ট্রিটে বসতবাড়ি নির্মাণ করেন, সঙ্গে জোড়া শিবমন্দির। তিনি খিদিরপুর ডকের দেওয়ান ছিলেন। হাটখোলার বিশিষ্ট ধনী মদনমোহন দত্তের কন্যাকে গঙ্গাধর

জুলাই। সেকালে পাঠশালা অথবা বাড়িতে গুরুমহাশয়ের কাছে পড়াশোনা শিখতে হত। শিক্ষিত পরিবারে ছেলেদের বাংলা, ফারসি ছাড়া ইংরেজি শেখার রেওয়াজ সবে এসেছে। ইংরেজি শেখা দরকার—তবে হিন্দুত্ব বজায় রেখে। কেন-না সেযুগে মিশনারি শিক্ষায় ধর্মান্তরিত হওয়ার আশঙ্কা করতেন এদেশীয়রা। প্রগতিপন্থী, ধনী হিন্দুদের

প্রচেষ্টায় কলকাতায় হিন্দু স্কুল স্থাপিত হয়েছে ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে। ইংরেজি শিক্ষা ধীরে ধীরে বেড়ে চলেছে। ধনী পরিবারের সন্তান প্যারীচাঁদ। পুত্রের বিদ্যাশিক্ষার জন্য পিতার যত্নের ত্রুটি ছিল না। গুরুমহাশয়ের কাছে বাংলা ও যোগ্য মুনশির কাছে ফারসি ভাষা শিখে প্যারীচাঁদ ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে ভর্তি হলেন হিন্দু স্কুলে। প্রতিষ্ঠার দশ বছরের মধ্যে তখনকার সবচেয়ে উৎকৃষ্ট শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে হিন্দু স্কুল পরিচিতি পেয়েছিল। হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও সাহেব ১৮২৬ থেকে সেখানে শিক্ষকতা শুরু করেছেন। তিনি ছাত্রদের অতি প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় ছিলেন। তাঁরই প্রভাবে হিন্দু কলেজের একদল ছাত্র হিন্দুসমাজের নানা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। ডিরোজিও ছাত্রদের শেখাতেন বিনা বিচারে কোনও কিছু মেনে না নিতে। এর ফলে রক্ষণশীল সমাজ ডিরোজিওকে হিন্দু কলেজ থেকে অকালে বিদায় নিতে বাধ্য করে। তাঁর সেই সামান্য সময়ের শিক্ষকতাই ছাত্রদের মধ্যে অসামান্য প্রভাব ফেলেছিল। তাঁর ছাত্র ও শিষ্যদের কয়েকজন—রেভাঃ কৃষ্ণমোহন, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, বাগ্মী রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, রাধানাথ শিকদার, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ী প্রমুখ পরবর্তী কালে বাংলা তথা ভারতের প্রগতিমূলক আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন। এঁরাই 'ইয়ং বেঙ্গল' নামে খ্যাত। ডিরোজিও এঁদের নিয়ে বিতর্কসভা, পত্রিকা ইত্যাদি গঠন করেছিলেন এবং এদেশের প্রচলিত জাতিভেদ, স্ত্রীশিক্ষা, আস্তিকতা, নাস্তিকতা, অদৃষ্টবাদ, স্বদেশপ্রেম, অতীতের ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক, আলোচনা, মত বিনিময়ের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়েছিলেন। পরে প্যারীচাঁদ তাঁর শিক্ষক ও গুরু ডিরোজিও সম্পর্কে 'A Biographical Sketch of David Hare' গ্রন্থে লিখেছিলেন, "Derozio appears to have made strong impression on his pupils... He used to impress upon his pupils the sacred duty of thinking for themselves... to live and die for truth... He often read examples from ancient history of the love of justice, patriotism, philanthropy."

বলা বাহুল্য, প্যারীচাঁদ নিজে ডিরোজিও এবং ইয়ং বেঙ্গল দলের অপর গুরু ডেভিড হেয়ারের শিক্ষাবিস্তার কাজে সামিল হয়েছিলেন। তাই দেখা যায়, যখন তিনি হিন্দু কলেজের সিনিয়র ছাত্র তখন নিজের বাড়িতে 'হিন্দু বেনেভোলেন্ট ইনস্টিটিউশন' নামে অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

ভারত তখন ইংরেজ রাজশক্তির অধীনে। দেশে শিক্ষাবিস্তার তথা জনহিতকর কাজে ইংরেজ সরকার তেমন উৎসাহী ছিলেন না। দেশীয় যে-কজন সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য সচেষ্ট ছিলেন তাঁদের একজন প্যারীচাঁদ। ১৮৩৮ সালে স্থাপিত 'দ্য সোসাইটি ফর দ্য অ্যাকুইজিশন অব জেনারেল নলেজ'—সংক্ষেপে SAGK অথবা সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার একজন সম্পাদক ছিলেন তিনি। দেশের যুবসমাজের মধ্যে সমন্বয় ও আলোচনার মাধ্যমে নিজেদের জ্ঞানবৃদ্ধি—এই ছিল এই সংস্থার মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রায় ছয় বছর (১৮৩৮-১৮৪৩) এই সোসাইটির সদস্যেরা প্রতি মাসের দ্বিতীয় বুধবার একসঙ্গে মিলিত হতেন। সভায় আলোচিত বিষয়গুলি এঁদের পত্রিকায় প্রকাশ পেত। 'জ্ঞানান্বেষণ' ও 'বেঙ্গল স্পেকটেটর' নামে দুটি পত্রিকা প্রকাশিত হত। বিখ্যাত বাগ্মী ও ইয়ং বেঙ্গলের সদস্য রামগোপাল ঘোষ তাঁর বন্ধু গোবিন্দচন্দ্র বসাককে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন (১০ জানুয়ারি ১৮৪২), 'Tarachand (Chakravorty) and Peary (Chand Mitra) are to be regular contributors. They are

pledged each of them to give one article each month.'

SAGK-এর আলোচনাসভায় প্যারীচাঁদ নিয়মিত না হলেও বেশ কয়েকবার প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন। 'State of Hinduostan under Hinduos' শীর্ষক প্রবন্ধটি ধারাবাহিকভাবে কয়েকটি সভায় আলোচনা করেছিলেন। এছাড়া 'Native Female Education' সম্পর্কেও তিনি বক্তৃতা দেন (১২ জানুয়ারি ১৮৪২)।

আজ কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরির নাম অতি পরিচিত। তবে তার জন্মলগ্নে যে-কজন গভীর মমতায় তার লালনপালন করেছিলেন, প্যারীচাঁদ ছিলেন তাঁদের অন্যতম। ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে এই লাইব্রেরির শুরুতে (তখন নাম ছিল ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি) এটির সাব-লাইব্রেরিয়ান পদে ছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র। পরবর্তী কালে এটি মেটকাফ হলের দ্বিতলে স্থানান্তরিত হয়। মেটকাফ হলটির নির্মাণে লাইব্রেরিকে প্রায় ষোলো হাজার চারশো টাকার ব্যয়ভার বহন করতে হয়েছিল। এই অর্থের বেশির ভাগটাই প্যারীচাঁদের পরিশ্রমের ফলে সংগৃহীত হয়। 'ইন্ডিয়ান মিরর' সংবাদপত্রে লেখা হয়েছিল (৩০ ডিসেম্বর ১৮৩৮) "Peary Chand Mitter deserves the chief credit for organising the institution–Peary Chand toiled from morning to eve with laudable zeal and energy in getting subscriptions for building which has now... proved an ornament to this town."

মাসিক একশত টাকা বেতনে প্যারীচাঁদকে ১৮৪৮ সালে ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান পদে নিযুক্ত করা হয়। ১৮৬৬ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ আঠারো বছর তিনি যোগ্যতার সঙ্গে এই পদে আসীন ছিলেন। এরপর অবসর নিলেও লাইব্রেরি পরিচালনার কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন আজীবন। মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে একখানি তৈলচিত্র লাইব্রেরিতে রাখা হয়েছিল।

পিতৃপিতামহের অর্জিত সম্পদকে নিজের মেধা ও শ্রম দিয়ে প্যারীচাঁদ বহুগুণ বৃদ্ধি করে হয়ে উঠেছিলেন কলকাতার অন্যতম ধনীব্যক্তি। ১৮৩৯ সালে 'কালাচাঁদ শেঠ অ্যান্ড কোম্পানি' নামক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আমদানি রপ্তানির ব্যবসা শুরু করেন তিনি। পরবর্তী কালে পুত্রদের সঙ্গে 'প্যারীচাঁদ মিত্র অ্যান্ড সন্স'—নামে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়েছিলেন। সততাই ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য। এই সুনামের জন্য বিলেতি বহু কোম্পানি তাঁর সঙ্গে ব্যবসা করেছেন। গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল কোম্পানি, পোর্ট ক্যানিং ল্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি, হাওড়া ডকিং কোম্পানি ইত্যাদি কোম্পানির ডিরেক্টর পদে ছিলেন প্যারীচাঁদ। চা-ব্যবসাতেও তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। ডিরেক্টর পদে থেকে ভারাং টি কোম্পানি, বেঙ্গল টি কোম্পানি, দ্য লেবং টি কোম্পানি, দ্য ইস্ট ইন্ডিয়া টি কোম্পানি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেছেন তিনি।

প্যারীচাঁদ একসময় কলকাতার উপকণ্ঠে কাশীপুরে একটি বাজার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৮৬৬ সালে ওড়িশায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তিনি স্থির থাকতে পারেননি, সারাটা গ্রীষ্মকাল দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষের জন্য অন্নসত্র খুলেছিলেন।

এইসব জনহিতকর কাজ ছাড়াও প্যারীচাঁদ মিত্র যে-ধরনের প্রগতিমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য আজও স্মরণীয়, তার একটি হচ্ছে এদেশে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তারে তাঁর অকৃত্রিম প্রয়াস। তেমনি রয়েছে বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবদান। তিনি তাঁর সতীর্থ, বন্ধু রাধানাথ শিকদারের সঙ্গে একযোগে এদেশের নারীসমাজের উপযোগী 'মাসিক পত্রিকা' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। তাঁর মতে সে-যুগের নারীসমাজের সচেতনতার জন্য এই ধরনের পত্রিকার প্রয়োজন ছিল। কেননা সেকালে শিক্ষিত

পরিবারের মেয়েরাও সামান্য পাঠশালার পাঠ শেষ করেই গৃহবধূ হতেন। তাঁরা যাতে বাড়িতে বসেই শিক্ষণীয় কিছু উপাদান পান, এই উদ্দেশ্যে এই পত্রিকা। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দের ১৬ আগস্ট প্রথম সংখ্যার প্রকাশ। মাত্র চার বছর পত্রিকাটি চালাতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি। সামান্য এই সময়েই প্যারীচাঁদ এই পত্রিকার মাধ্যমে বঙ্গ মহিলাকুলকে যেভাবে সজাগ করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন, তেমনি অন্য কোনও পত্রিকা করেছিল বলে জানা নেই। নারীশিক্ষার বিস্তার, বিধবাবিবাহ ইত্যাদি বিষয় ছাড়াও নারীজাতি কেন পুরুষদের মতো একাধিক বিবাহে অধিকার পাবে না—এই প্রশ্নও তুলেছিলেন প্যারীচাঁদ। প্রসঙ্গত, প্যারীচাঁদের অন্যতম কীর্তি 'আলালের ঘরের দুলাল' রচনাটি প্রায় সবটাই ধারাবাহিকভাবে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল 'মাসিক পত্রিকা'-য়।

'মাসিক পত্রিকা' সম্বন্ধে পাদরি লঙ সাহেব তাঁর ক্যাটালগে উল্লেখ করেন—"Masik Patrika by Peary Chand Mitra and Radhanath Sikdar written in colloquial Bengali to enlighten women and the common people... it advocates female education, the abolition of various superstitious practices among Hindus, gives historical anecdotes and dialogues on various useful subjects."

'মাসিক পত্রিকা'-য় প্রকাশিত কয়েকটি লেখার শিরোনাম এইসঙ্গে উৎসাহী পাঠকের জ্ঞাতার্থে দেওয়া হচ্ছে : 'মাতা ভাল হইলেই পুত্র ভাল হয়' (১২৬১ সাল, ভাদ্র), 'এক দৃঢ়মনা বালিকার কথা' (১২৬৩, জ্যৈষ্ঠ), 'শ্রাদ্ধে কিছুমাত্র ফল নাই' (আশ্বিন, ১২৬১), 'মাসিক পত্রিকা পড়াতে কি উপকার হয়' (১২৬৩, কার্তিক) ইত্যাদি।

বাংলা ও ইংরেজিতে প্যারীচাঁদ বেশ কয়েকটি পুস্তক রচনা করেছেন। টেকচাঁদ ঠাকুর ছদ্মনামে লেখা তাঁর 'আলালের ঘরের দুলাল' বইটি বাংলা ভাষায় প্রথম উপন্যাস। 'The Spoilt Child' নামে ইংরেজি ভাষায় এর অনুবাদ করেছিলেন G. D Oswell। এই উপন্যাসের কথ্যভাষার নাম হয়েছিল 'আলালী ভাষা'। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র এই বইটির মূল্যায়ন করেছিলেন এই বলে : ''তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, সাহিত্যের প্রকৃত উপাদান আমাদের ঘরেই আছে, তাহার জন্য ইংরাজি বা সংস্কৃতের কাছে ভিক্ষা চাহিতে হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যেমন জীবনে তেমনই সাহিত্যে ঘরের সামগ্রী যত সুন্দর পরের সামগ্রী তত সুন্দর বোধ হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যদি সাহিত্যের দ্বারা বাংলা দেশকে উন্নত করিতে হয় তবে বাংলা দেশের কথা লইয়াই সাহিত্য করিতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে আমাদের জাতীয় সাহিত্যের আদি 'আলালের ঘরের দুলাল'।"

এছাড়া প্যারীচাঁদ রচিত 'মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়', 'গীতাঙ্কুর', 'যৎকিঞ্চিৎ', 'বামাতোষিণী', 'অভেদী', 'এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্বাবস্থা', 'কৃষিপাঠ', 'রামারঞ্জিকা', 'আধ্যাত্মিকা' ইত্যাদি ও ইংরেজিতে 'A Biographical Sketch of David Hare' (1877), 'Life of Dewan Ramcomul Sen' (1880), 'Agriculture in Bengal' (1881) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

সেযুগে দেশের উন্নতির জন্য এমন কোনও সভাসমিতি ছিল না যেটি প্যারীচাঁদের সঙ্গে সম্পর্কহীন। বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটির সভাপতি ছিলেন বিখ্যাত বাগ্মী জর্জ টমসন। ভারতীয় জনগণের প্রকৃত আর্থসামাজিক অবস্থা সমীক্ষার প্রয়োজনে এই সংগঠন গঠিত হয়েছিল। প্যারীচাঁদ এ-ব্যাপারে ভারতের জনগণের অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত একটি রিপোর্ট লিখেছিলেন।

এছাড়া ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন (১৮৫১), বীটন সোসাইটি, পশুক্লেশ নিবারণী সভা (দ্য ক্যালকাটা সোসাইটি ফর দ্য প্রিভেনশন অব ক্রুয়েলটি টু অ্যানিম্যালস, ১৮৬১), দ্য বেঙ্গল সোশ্যাল সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন (১৮৬৭), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ইত্যাদি সংস্থার তিনি সক্রিয় সদস্য ছিলেন। এগুলির কোনওটির সম্পাদক, কোনওটির যুগ্ম সম্পাদক, কোনওটির বা কার্যকরী সমিতির সভ্যপদে ছিলেন তিনি। প্যারীচাঁদের আর একটি বিশেষ অবদান রয়েছে এদেশের কৃষির উন্নতি বিষয়ে। উইলিয়ম কেরীর প্রতিষ্ঠিত কলকাতা এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটির সদস্য হয়ে প্যারীচাঁদ 'দ্য এগ্রিকালচারাল মিসেলেনি' নামক পত্রিকা সম্পাদনা করেন। ১৮৬১ সালে 'কৃষিপাঠ', ১৮৮১-তে 'এগ্রিকালচার ইন বেঙ্গল' নামে পুস্তিকা তাঁরই উদ্যোগে প্রকাশিত হয়েছিল। কৃষিবিজ্ঞানের উন্নতিতে প্যারীচাঁদের অবদানের স্বীকৃতি দিতে কলকাতা এগ্রিহর্টিকালচারাল সোসাইটি তাঁর স্মৃতিতে একখানি চিত্র কার্যালয়ে স্থাপন করেছিলেন।

প্যারীচাঁদের জীবনের শেষ ভাগ অনেকটা যেন রহস্যময়। যিনি এককালে ইয়ংবেঙ্গল দলের সদস্য, যাবতীয় প্রগতিধর্মী আন্দোলনের বিশিষ্ট নায়ক, রেভারেন্ড লঙ-এর কথায় 'ডিকেন্স অব বেঙ্গল', তিনি নিমগ্ন হয়ে গেলেন অধ্যাত্মবিদ্যায়। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে স্ত্রীর মৃত্যু হলে প্যারীচাঁদ প্রেততত্ত্বের দিকে আকৃষ্ট হন—মেসমেরিজম, প্ল্যানচেট এসবের অনুশীলনে ব্যস্ত থাকেন। প্যারীচাঁদ ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে কর্ণেল অলকট, মাদাম ব্লাভাটস্কি প্রমুখের সঙ্গে 'বেঙ্গল থিওজফিক্যাল সোসাইটি' স্থাপন করেন। এ-বিষয়ে তিনি একাধিক পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন।

ব্যক্তিজীবনে প্যারীচাঁদ অত্যন্ত মাতৃভক্ত ছিলেন। কথিত আছে, প্রতিদিন তিনি মায়ের পাদোদক পান করতেন। মৃত্যুর আগে মা পুত্রকে নির্দেশ দেন তাঁর মৃত্যুর সময় যেন অন্তর্জলি করা হয় এবং মৃত্যুর পর গয়াধামে পিণ্ড দেওয়া হয়। ডিরোজিও-শিষ্য অন্তর্জলি-র মতো অমানবিক কুসংস্কার (যাকে ঘাট-হত্যা বলে অনেকে মনে করতেন) মাতৃআদেশ বলে মেনে নিয়েছিলেন।

উনিশ শতকের উজ্জ্বল রত্ন প্যারীচাঁদের কর্মময় জীবনের অবসান ঘটে ১৮৮৩ সালের ২৩ নভেম্বর। তাঁর জীবনের দিকে দৃষ্টি মেললে দেখা যাবে তাঁর ছাত্রজীবন, শিক্ষাবিস্তার ও অন্যান্য জনহিতকর কাজে ব্যস্ত জীবন, সাহিত্যজীবন—সবক্ষেত্রেই তিনি অনুপম আদর্শ স্থাপন করেছেন।

উনিশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী, রেনেসাঁস যুগের অনন্য নায়ক, আধুনিক ভারতগঠনের বিশিষ্ট পুরোধা প্যারীচাঁদ আজও অবশ্যই স্মরণযোগ্য। তাঁর জন্মের দুশো বছর উপলক্ষ্যে তাঁর প্রতি এই সামান্য শ্রদ্ধাঞ্জলি।